আমার দেশ
সোমবার ১৪ জুলাই ২০০৮, ৩০ আষাঢ় ১৪১৫

জনাধিক্য সমস্যা উত্তরণে শিক্ষা

ড. এম আজিজুর রহমান

জনসংখ্যার আধিক্য এদেশে একটি স্থায়ী সমস্যা। বিশ্বের অনেক শিক্ষিত ও সুউন্নত দেশগুলোতে ভৌগোলিক আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তারা উন্নতমানের জীবন যাপন করে। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ইউরোপের কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। সুশিক্ষার কারণেই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে উন্নতমানের জীবনযাত্রার অধিকারী হয়েছে। উন্নত দেশের শিক্ষার হার ১০০ ভাগ। অন্যদিকে আফ্রিকাসহ এশিয়া মহাদেশের বেশিরভাগ দেশেই শিক্ষার হার কম; জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও মাথাপিছু আয় কম। ফলে এসব দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রায় ৫০ ভাগ বা তার অধিক লোক দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, যাদের গড়পড়তা জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নমানের।

তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫ ভাগ ছিল। সেই পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠি ও দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে পরিবার পরিকল্পনা খাতে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে আসছি। এ প্রকল্প অনেকটা সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ৩.৫ ভাগ থেকে এখন ১.৪৮ ভাগে নেমে এসেছে। যদি এই টাকার একটি অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করে শিক্ষার হার ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হতো তাহলে পরিবার পরিকল্পনা খাতে এত টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হতো না এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পেত।

একটি দেশের জনসংখ্যার কত ভাগ লোক গ্রামে ও কত ভাগ লোক শহরে বাস করে তার ওপর নির্ভর করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সফলতা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় শহরের মানুষ বেশি শিক্ষিত ও সচেতন। শহরের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরি, টিভি, অডিও ইত্যাদি সুযোগ গ্রহণ করে জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেকটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে। তারা শিক্ষিত ও সচেতন প্রতিবেশীর মাঝে বসবাস করে। একটি পরিবারের সন্তান বাবা-মাকে যতখানি মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে, বিনোদনের অন্য কোনো মাধ্যম তা দিতে পারে না। সন্তানকে প্রতিপালন ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে বাবা-মাকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, শিক্ষিত পরিবারের কাছে সন্তান হলো চিত্তবিনোদনের সবচেয়ে ব্যয়সাপেক্ষ উপাদান। তাই শিক্ষিত শহরবাসীর পরিবারে সন্তানাদি কম, এসব পরিবারের সন্তানরা উন্নতমানের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার মাধ্যমে অধিকতর জ্ঞানপিপাসু ও চৌকস হয়ে বড় হয়। গ্রামের তুলনায় শহরের সন্তানদের শিক্ষা, সচেতনতা, মাথাপিছু অর্জিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে বিধায় তারা উন্নতমানের জীবন যাপনের মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গঠন করতে সক্ষম হয়।

> পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে যদি জোরদার করে তোলা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বাদ দিয়েই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। তখন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করার কোনো অবকাশ থাকবে না।

অনুন্নত দেশগুলোতে শহরায়ন কম। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অনুন্নত দেশগুলোতে প্রায় ৭০ ভাগ লোক গ্রাম, মফস্বল ও উপশহরে বসবাস করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো কিছু উন্নত এলাকার কথা বাদ দিলে ১৪ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১০ কোটির ওপর লোক গ্রাম এলাকায় বসবাস করে। অর্থনীতির ভাষায় এসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা উৎপাদনমুখী মূলধন। অনেকে মনে করে, যত বেশি সন্তান তত বেশি লাভ ও তত বেশি উপার্জন। শারীরিক পরিশ্রম করে White-colour-job ছাড়াই তারা কিছু হলেও পরিবারের বৃদ্ধ বাবা-মার জন্য উপার্জন করতে পারবে। তাই গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার অভাব, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি অনীহা ইত্যাদি কারণে বেশিরভাগ পরিবারই জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত। কাজের অভাব, সম্পদের অভাব, হিংসা-বিদ্বেষজনিত অশান্তি ও দারিদ্র্য যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে জনজীবনকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করছে। জনাধিক্য সমস্যার সঙ্গে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য সব মিলিয়ে আমাদের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ অপরিকল্পিত ও অনুন্নত তথা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ অত্যন্ত কম। এক্ষেত্রে যে কথা না বললেই নয় তা হলো, অল্প বরাদ্দের মধ্যেও শিক্ষা খাতে দুর্নীতি থেমে নেই। আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা অপসারণের মাধ্যমে শিক্ষা খাতের দুর্নীতি সমূলে উৎখাত করতে হবে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ করে হলেও শিক্ষা খাতে বাজেটের পরিমাণ দ্বিগুণ বা ত্রিগুণের কাছাকাছি করতে হবে। বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোকে যে কোনো মূল্যে এমপিওভুক্ত করতে হবে। ব্র্যাক, আশা ও প্রশিকাসহ বিভিন্ন এনজিও'র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য আরো উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষা কমিশনের পরিকল্পনা ও সুপারিশ নিয়ে আমাদের তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার এক মুহূর্ত সময় নেই। মানবাধিকার সূত্র মতে, একজন মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বিত বা আলাদাভাবে শিক্ষা (কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য) গ্রহণ ও অর্জন করার অধিকার আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনোরূপ যুক্তি-তর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট না করে আমরা বিশ্বের উন্নত ও সুশিক্ষিত দেশ, বিশেষ করে আমেরিকার শিক্ষা মডেলের মতো একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষা পদ্ধতিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীর বিনা বেতনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া যায়। কারণ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নারী শিক্ষাই সামগ্রিক শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি।

আমরা সারা জীবনই বিশ্বের সর্বনিম্ন দরিদ্র দেশ হিসেবে ধিক্কার পেতে থাকব তা হতে পারে না। সম্প্রসারিত অর্থনীতি, উৎপাদনশীল ও সরবরাহমুখী নীতি গ্রহণ করে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন, আয়, উন্নতি, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যখন মাথাপিছু আয় বাড়বে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমাদের পরিবারের সন্তানাদিকে আমরা ব্যয়বহুল উপাদান হিসেবে গণ্য করব। প্রতিটি পরিবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অধিক সন্তান জন্মদানে আর উৎসাহিত হবে না। এর ফল হিসেবে মানুষ সঠিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে জনাধিক্য সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং সার্বিকভাবে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে।

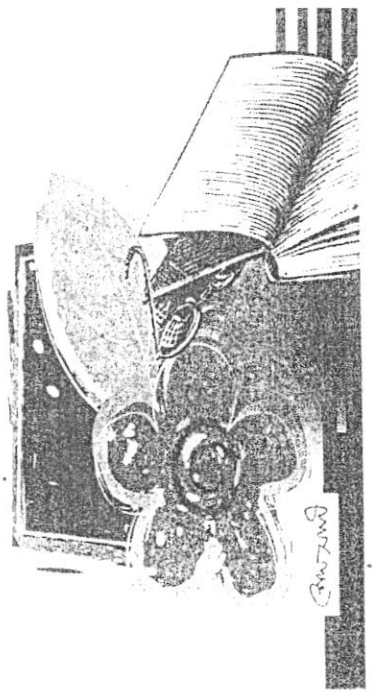

আমাদের কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করলে একদিকে যেমন মহিলারা তাদের সামাজিক অধিকার ফিরে পাবে, অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ বাড়বে। এতে চাকরিজীবী মহিলাদের সংখ্যাও বাড়বে এবং তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। বিয়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয়, সামাজিক ও সরকারি আইন হুবহু মেনে চলতে পারলে তা জন্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। আবার আমাদের সামাজিক নিয়মনীতি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ২১ বছরের নিচে কোনো ছেলে এবং ১৮ বছরের নিচে কোনো মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। সম্পর্কিত সামাজিক আইন-কানুন সঠিকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়া, মসজিদের খতিব, এনজিওগুলোর কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, যাতে তারা পরিষ্কার ধারণা লাভ করে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করে।

সুশিক্ষাই জনসংখ্যা সমস্যার নিশ্চিত সমাধান দিতে পারে। একজন শিক্ষিত মানুষ জীবনে কখন কি করতে হবে তা অতি সহজে অনুধাবন করতে পারে। তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন আমাদের দেশের শিক্ষার হার যত দ্রুত সম্ভব ১০০ ভাগে উন্নীত করা। তাহলে পরিবার পরিকল্পনা খাতে শত শত কোটি টাকা ধার ও অনুদানের কোনো প্রয়োজন হবে না এবং শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানো যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে যদি জোরদার করে তোলা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বাদ দিয়েই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। তখন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করার কোনো অবকাশ থাকবে না।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রধান উপদেষ্টা (অর্থনীতিবিদ), ইনস্টিটিউট অব পলিসি রিসার্চ (আইপিআর), উত্তরা ইউনিভার্সিটি